ড্রাইভিং লাইসেন্স

বাংলাদেশের ড্রাইভিং লাইসেন্স পোল্যান্ডের লাইসেন্স-এ রূপান্তরের জন্য পোল্যান্ডের লোকাল কমিউনিকেশন/ট্রান্সপোর্ট অফিসে আবেদন করতে হয়। বাংলাদেশী ব্যক্তির আবেদন পাওয়ার পর পোল্যান্ডের লোকাল কমিউনিকেশন/ট্রান্সপোর্ট অফিস তার লাইসেন্স-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ দূতাবাসে চিঠি পাঠায়। দূতাবাস তখন ঐ লাইসেন্স-এর স্ক্যান কপি ঢাকার বিআরটিএ (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) অফিসে ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠায়। ঢাকার বিআরটিএ (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) অফিস থেকে কনফার্মেশন পাওয়ার পর এ দূতাবাস সেটা পোল্যান্ডের লোকাল কমিউনিকেশন/ট্রান্সপোর্ট অফিসে জানায়। তখন বাংলাদেশী ব্যক্তির আবেদন প্রসেসিং হওয়া শুরু করে। পুরো ব্যাপারটি পোল্যান্ডের অফিস এবং দূতাবাসের মধ্যে ইন্টারনালি ঘটে।

০২। এক্ষেত্রে আবেদনকারী বাংলাদেশী ব্যক্তি পোল্যান্ডের লোকাল কমিউনিকেশন/ট্রান্সপোর্ট অফিসে আবেদনের আগে এ দূতাবাস থেকে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর কনফার্মেশন সার্টিফিকেট নিতে পারে। তার আবেদন পেলে এ দূতাবাস উপরে উল্লেখিতভাবে সেটা ঢাকা বিআরটিএ-তে পাঠাবে এবং সেখান থেকে কনফার্মেশন পেলে ঐ বাংলাদেশী ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। প্রয়োজনে এ সার্টিফিকেট পোলিশ ভাষায় ইস্যু করা যাবে। এজন্য ১০০ জলোতি সরকারী ফি পরিশোধ করতে হবে। বিআরটিএ-এর কনফার্মেশন ছাড়া এ দূতাবাস কোন চিঠি ইস্যু করতে পারে না। এজন্য এ দূতাবাসকে বিআরটিএ-এর কনফার্মেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

০৩। পোল্যান্ডের লোকাল কমিউনিকেশন/ট্রান্সপোর্ট অফিসে আবেদন করার সময় এ দূতাবাসের সার্টিফিকেট সাথে যোগ করলে হয়তো লাইসেন্স কনভার্সনের কাজটা পোল্যান্ড সরকার দ্রুত করতে পারে।